বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.003

ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন সংবাদপত্র : একটি সাধারণ পর্যালোচনা

মোঃ মনিরুজ্জামান*

সারসংক্ষেপ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে একপ্রকার বিরোধের সূত্রপাত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা জোরপূর্বক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে তাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করাতে চায়। রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত এসব খবরাখবর তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক *আজাদ* পত্রিকা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। শুরুতে পত্রিকাটি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে রহস্যজনক অবস্থান গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বাংলাভাষার প্রশ্নে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বর্তমান নিবন্ধে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় প্রতিফলিত বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক জনমত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: ভাষা আন্দোলন, সংবাদপত্র, পর্যালোচনা।

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এ আন্দোলনকে দেশের জাতিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রাদায়িক ঘটনা বলে অভিহিত করা যায়। পরবর্তী সময়ে তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ধর্মগতভাবে মুসলমান হওয়ায় এবং পৃথক মুসলমান রাষ্ট্রের সমর্থন করায় আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলাম। আমরা জাতিতে বাঙালি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মগতভাবে মুসলমান। পাকিস্তানের এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ অঞ্চলের ৯০-৯২ শতাংশ মানুষ বাঙালি, আর সমগ্র পাকিস্তানের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক বাংলায় কথা বলে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে মূল্যায়ন না করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনসাধারণ কোনোপ্রকার ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে শুরু করে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও ছাত্রসমাজ একাট্টা হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

প্রদান করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে বেশকিছু পত্রিকার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত ও ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবরে প্রথম প্রকাশিত দৈনিক *আজাদ* পত্রিকা। এ পত্রিকার পাশাপাশি আরও কিছু পত্রিকা যেমন: দৈনিক *ইত্তেহাদ*, সাপ্তাহিক *মিল্লাত*, মাসিক *সওগাত*, মাসিক *কৃষ্টি* প্রভৃতি সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নিয়মিত খবরাখবর প্রচার করা হতো।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রাথমিক উৎস হিসেবে সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ বা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বৈতীয়িক বা মাধ্যমিক উৎস হিসেবে এ সংক্রান্ত যেসকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে গবেষণায় সেখান থেকে তথ্য ও মন্তব্য চয়ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রত্যেক গবেষণাকর্মেরই উদ্দেশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। তার কারণ ঢাকা ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র। ১৯৫০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে পূর্ণতা অর্জন করে সেটির রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ ঢাকার অন্যতম দৈনিক *আজাদ* পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনাবলি এবং জনমত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে সচেষ্ট হওয়াই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

পটভূমি

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের বিবরণ অনুযায়ী বাঙালি লেখকগণ বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে এবং এ প্রয়াসের সূচনা হয়েছিল ঢাকায়।[১] কিন্তু আবদুল হক এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, 'এ প্রচেষ্টার শুরু আরো আগে এবং কোলকাতায়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরাট অংশই ছিলেন কোলকাতায় এবং বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও উঠেছিল তখনই।'[২] মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। কেননা ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছিল যে, উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলছে। সচেতন লেখকবৃন্দ তখনই এ প্রয়াসের বিরোধিতা এবং বাংলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প নিয়েছিলেন।[৩] ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে কোন ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক কথা বলে, পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোনটি, কোন ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন ভাষা ভাব-প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী। যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক

না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষার দাবিই সবচেয়ে বেশী। এর মধ্যে দ্ব্যর্থক যদিও কিছু নেই, তবু এখানে স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন বোধ করছি যে, কেবল পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম-পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানেরই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী এবং যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার।[৪]

বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত না উর্দু তা নিয়ে এই বাংলাদেশেই একদিন প্রশ্ন উঠেছিল এবং এককালে বাংলা পুথি লেখা হয়েছিল আরবি হরফে। উর্দু সমর্থন করার মতো রাষ্ট্রশক্তি সেকালে ছিল না বলে সে প্রশ্ন প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু পাকিস্তানে উর্দু সমর্থক রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ভাষার প্রশ্নে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে *আজাদ* পত্রিকায় যা উল্লেখ করা হয়েছিল তা হলো:

আমরা স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছি। স্বাধীনতা যদি সবদিক দিয়াই না পাওয়া যায় তবে সে স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা বলা যায় না। অতএব অন্যান্য স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষাগত স্বাধীনতাও পাওয়া দরকার। যে ভাষাগত স্বাধীনতা পেলে আমরা আমাদের মনোভাব সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করতে পারবো সে স্বাধীনতা যদি আমরা না পাই– তবে আমাদের মুখ আংশিকভাবে বন্ধ রেখেই স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না কি?[৫]

ভাষার স্বাধীনতা সম্পর্কে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সমসাময়িক পত্রিকা দৈনিক *ইত্তেহাদ*-এ ১৯৪৭ সালের ২৭ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল 'ভাষাগত স্বাধীনতা না পাইলে বদ্ধমুখ অবস্থাতেই স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে।'[৬] আসন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ কেমন হবে তা আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২৭ জুন সাপ্তাহিক *মিল্লাত*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল: 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।' কিন্তু ঐ সময়ে এমন কথাও শোনা যাচ্ছিল যে উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। এরূপ কানাঘুষার তীব্র সমালোচনা করে *সাপ্তাহিক মিল্লাত*-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে যা প্রকাশ করা হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ:

একটা দেশকে পুরাপুরি দাসত্বে রূপান্তিত করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে তাহার মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালীর প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।[৭]

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে মাসিক *সওগাত* পত্রিকায় কবি ফররুখ আহমদ 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে কথা উঠেছিল সে সম্পর্কে তিনি বলেন: 'গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব-পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'[৮] নারায়নগঞ্জ থেকে প্রকাশিত মাসিক *কৃষ্টি* নামক পত্রিকায় ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশি ভাষা বলে বর্ণনা করেন এবং এই ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি লিখেন: উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা ভাষার সমাধি রচনা

করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে ‘গোর’ দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।’[৯]

কাজী মোতাহার হোসেন *সওগাত* পত্রিকায় ‘রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। যদি তা না করা হয়, যদি উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ইংরেজ রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানীদের কবলে গিয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন:

> বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।[১০]

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকার মুসলিম লীগের বামপন্থীদের নিয়ে ‘গণ-আজাদী লীগ’ নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠটির ম্যানিফেস্টোতে বলা হয় ‘বাংলা হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।’[১১] তাদের এ প্রস্তাব ছিল গঠনোম্মুখ রাষ্ট্রের প্রাথমিক রূপরেখার একটি অংশ মাত্র। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বাংলা ভাষার দাবিকে জোরদার করা হয়। ‘তমদ্দুন মজলিশ’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা– বাংলা না উর্দু’ শিরোনামে অধ্যাপক আবুল কাশেম সম্পাদিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ ঐতিহাসিক পুস্তিকায় কতিপয় লেখক বাংলাকে পূর্ববাংলার শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম, অফিস ও আদালতের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও তুলে ধরেন।[১২] এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি ‘বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন: ‘উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি ‘অশিক্ষিত’ ও সরকারী চাকরীর অযোগ্য বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি ‘অশিক্ষিত’ ও সরকারী কাজের ‘অযোগ্য’ করিয়াছিল।’[১৩]

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর থেকেই ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্য অধিকতর উন্নত এবং বাংলাভাষা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা, সে হিসেবে এই ভাষাই সাধারণ নিয়মে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তথাপি পাকিস্তান সরকার এই ভাষাকেই দূরে ঠেলে রাখছেন; তাঁরা উর্দু ভাষা এবং পশ্চিম-পাকিস্তানিদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন; এ নীতি গণতন্ত্রবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুরূপ। একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে এবং বাংলার দাবী বাতিল হলে ব্রিটিশ

শাসনের অবসানে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না, বাঙালিরা ইংরেজদের পরিবর্তে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের অধীনে গিয়ে পড়বে মাত্র। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলা ও উর্দু এই উভয়ই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।[১৪] বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে উর্দু জানার ফলে অবাঙালিরা আগে থেকেই এগিয়ে আছে, অতএব সরকারি চাকুরিতে তারাই প্রাধান্য পাবে এবং বরাবর এ প্রাধান্য চলতে থাকবে। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে, পাকিস্তান আমলে অবাঙালি মুসলমানদের দ্বারা বঞ্চিত হবে।[১৫]

উর্দু রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লেখক সম্প্রদায়ই প্রথমে কলকাতা এবং পরে ঢাকা থেকে প্রতিবাদ এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বাঙালি-অবাঙালি-নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন উর্দুর সপক্ষে। সমাজের এ মনোভাবের পরিবর্তন আনতে না পারলে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হতো না; লেখকসমাজ এ মনোভাবের পরিবর্তন আনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কলকাতাস্থ পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পাকিস্তান সৃষ্টির তিন বছর আগে বাংলার জনগণকে বলেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।[১৬] একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ববাংলার ওপর কিরূপ অবিচার হবে সেদিকে সোসাইটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা দাবির সপক্ষে অগ্রগামীর ভূমিকা রেখেছিল। এভাবেই লেখকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিক্ষিত ও ছাত্রসমাজ বাংলাভাষার দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং স্বাধীনতার পরপরই তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হয় এবং ভাষার ব্যাপারে তারা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করে; দাবিটি হলোঃ পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু।[১৭] বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রসঙ্গে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা হলোঃ

> পাকিস্তানের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের যদি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও থাকিত তবে তাঁহারা উর্দ্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যদি জানিতেন যে, ভাষার ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার নীতি আজ অচল হইয়াছে, তবে তাঁহারা সংখ্যাগুরুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর এই ভাষা চাপাইবার চেষ্টা করিতেন না। ভাষা, ভৌগোলিক সীমা বা রক্তের সম্পর্ক ঐক্যের বন্ধন হইতে পারে না– সাধারণ আদর্শই হইতেছে প্রকৃত ঐক্যের বন্ধন। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের ভাষা বাংলাই হইবে পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা; আর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ যদি উর্দুকে তাহাদের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন তবে উর্দুও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হইবে।[১৮]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করেন।[১৯] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৪৭ সালের ৩০ জুলাই দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২০] এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতসমাজ ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলা রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে একটি প্রবল জনমত গড়ে ওঠে।

১৯৫১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৯৭% এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৮০% জনগণ ছিল মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ জনগণের ধর্ম এক হলেও তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন। ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগণের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ:[২১]

বিভিন্ন ভাষার জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাংলা ভাষার জনসংখ্যা	৫৬.৪০
পাঞ্জাবি ভাষার জনসংখ্যা	২৮.৫৫
পুশতো ভাষার জনসংখ্যা	৩.৪৮
সিন্ধি ভাষার জনসংখ্যা	৫.৪৭
উর্দু ভাষার জনসংখ্যা	৩.২৭
বেলুচি ভাষার জনসংখ্যা	১.২৯
ইংরেজি ভাষার জনসংখ্যা	০.০২
অন্যান্য ভাষার জনসংখ্যা	১.৫২
মোট:	১০০.০০

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন।[২২] তাঁর মতে যেহেতু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মুখের ভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। যেহেতু এই প্রস্তাবটি আসে একজন হিন্দু সদস্যের নিকট থেকে তাই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। গণপরিষদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা বানচাল করার জন্যই বাংলাভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।[২৩]

ভাষা আন্দোলকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে মতবিরোধ

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। গণপরিষদে দেওয়া লিয়াকত আলী খানের ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে **১৯৪৮** সালের **২৬** ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বাংলাভাষার সমর্থনে মিছিল করে রমনা এলাকায় একত্র হয়। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে শেষ হলে সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'তমদ্দুন মজলিশের' সম্পাদক আবুল কাশেম। সভায় বক্তারা বলেন– পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তা কোনো সাম্প্রদায়িক চিন্তা নয়, বরং সমস্ত বাংলা ভাষীর দাবি এই যে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করতে হবে।[২৪]

১৯৪৮ সালের **২** মার্চ বাংলাভাষার সংগ্রামকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ **১৯৪৮** সালের **১১** মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। উক্ত দিন ছাত্ররা বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে সচিবালয়ের বাইরে সমবেত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। উক্ত সমাবেশে ছাত্ররা প্রাদেশিক গভর্নর খাজা নাজিমউদ্দীন ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের কড়া সমালোচনা করে এবং গণপরিষদ থেকে পূর্ববাংলার সদস্যদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়। এ প্রসঙ্গে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল:

> ছাত্রেরা বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়াছে। এই দাবী জানাইবার তাহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। এই যদি এখানকার জনমতের দাবী হয়, তবে পাকিস্তানকে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। এই গণতান্ত্রিক দাবী অস্বীকার করার ক্ষমতা কাহারো নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আইন সভার সদস্যদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তভাবে জানাইয়া দিয়া বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠা করার ভার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশকে আজ এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা করুন। পাকিস্তানের সংহতি, কল্যাণ এবং উর্দ্দু ও বাংলা ভাষাভাষীদের সম্প্রীতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করুন; আজ শোক সন্তপ্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমত আপোষহীন ভাষায় এই দাবীই জানাইতেছে।[২৫]

এই প্রতিবাদ সভাকে সরকার হিন্দু তথা পাকিস্তানের শত্রুদের দ্বারা আয়োজিত এক গভীর চক্রান্ত বলে প্রচার করে। সরকার ঘোষণা করে যে, বাংলাভাষার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র।[২৬] কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলন **১১** মার্চ বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং পরের দিনগুলিতে এই আন্দোলন আরও জোরদার হতে থাকে এবং সাধারণ জনগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে **১৫** মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। খাজা নাজিমউদ্দীন আলোচনা সভায় স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কোনো স্বদেশবিরোধী চক্রান্ত নয়। আন্দোলনকারীদের দাবি যথার্থ।[২৭]

ইতোমধ্যে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। ফলে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য নাজিমউদ্দীন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানার জন্য ছাত্ররা ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের সভাকক্ষের দিকে মিছিল সহকারে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও বন্দুকের ফাঁকা গুলি করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্রদের আন্দোলনে নাজিমউদ্দীন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ববাংলা সফরে আসার আহ্বান জানান।[২৮] সে অনুসারে গভর্নর জেনারেল ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে আসেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি দেখিয়ে বলেন:

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা এই প্রদেশের অধিবাসীরাই চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু এ কথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[২৯]

জিন্নার এই ঘোষণায় সভার কোনো কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত সভার তিন দিন পর ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন আসলে পাকিস্তানের শত্রুদের কারসাজি। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাঙালিরা তাদের প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে যেকোনো ভাষা নির্বাচিত করতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এই উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না না' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। জিন্নাহর এই অবিবেচক, স্বৈরাচারী মনোভাব পূর্ববাংলায় বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এভাবে ভাষা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৩০]

ব্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান

১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান পাকিস্তানের পেশোয়ারে বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে আরবি হরফে লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৩১] এর পেছনে যুক্তি ছিল যে, আরবি হরফে বাংলা লেখা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং অবশিষ্ট মুসলিম জাহানের অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঐক্য-বন্ধন সহজতর ও দৃঢ়তর হবে। কিন্তু আবদুল হকের মতে, 'ভাষা ও হরফ এক জিনিস নয়। ভাষার মারফতেই সমঝোতা হয়; হরফের মারফত নয়। আসলে আরবি অক্ষরের প্রতি মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে তাদের উর্দুতে দীক্ষিত করে নেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলে

মনে হয়।'[৩২] ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কমিটি বাংলা বর্ণমালা আরবিতে লেখার বিরোধিতা করলে সরকারের উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদের মূলনীতি কমিটি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেয়। উক্ত কমিটির বিপরীতে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকার সংগ্রাম কমিটি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাংলা হবে সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেন। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেনো একেবারে স্তিমিত হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যে স্মারকলিপি প্রদান করেছিল তার মূলকথা ছিল নিম্নরূপ:

> সবশেষে আমরা সে কথারই পুনরাবৃত্তি করব যে কথা আমরা বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে আসছি যদি পাকিস্তানে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে সেটা অবশ্যই হবে বাংলা। আর যদি তা একাধিক হয় তাহলে বাংলাকে হতে হবে তার মধ্যে অন্যতম। আমরা কখনই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেব না। আমরা পূর্ববাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা তাদের এবং রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে অধিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যতদিন বাংলাভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রদেশে এবং কেন্দ্রে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ শান্ত হবে না।[৩৩]

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। এসেই পল্টন ময়দানে এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণে বলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ১৯৪৮ সালে ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা অনুসরণ করে এবং প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি। যে এছলামে কোনরূপ কুসংস্কার বা ভেদাভেদ নাই সে রাষ্ট্রে কেমন করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করা চলিতে পারে? মরহুম কায়েদে আজম বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিকতাকে যে বা যাহারা প্রশ্রয় দেয় তাহারা পাকিস্তানের দুশমন। প্রাদেশিক ভাষা কি হইবে, তাহা প্রদেশবাসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দ্দু। একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না।[৩৪]

তাঁর এ ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। উক্ত সভায় ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে '৩১ জানুয়ারি ঢাকায় বার এশোসিয়েশনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।' সভায় পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[৩৫] উক্ত পরিষদ ৪

ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় 'ভাষানীর মওলানার বিবৃতি' শিরোনামে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল তা হলোঃ

> কর্তৃপক্ষ কি করিয়া এইরূপ নির্ম্মম ও অমানুষিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমার পক্ষে বুঝা শক্ত। প্রতিবাদ দিবসের প্রাক্কলে ১৪৪ ধারা জারী করার কোনই যৌক্তিকতা ছিল না। এই বিষয়ে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া ঘটনার জন্য আমি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য দাবী করিতেছি।[৩৬]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৪৪ ধারা না ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাহোক শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা, যুবলীগের নেতা ও কর্মীগণ এবং ছাত্রনেতাদের কয়েকজন পৃথকভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩৭] ছাত্ররা যখন মিছিল নিয়ে ১৪৪ ধার ভাঙতে পথে নামছিল তখন পুলিশ তাদের প্রথমে গ্রেফতার ও পরে বেপরোয়া লাটিচার্জ ও শত শত কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের কাছে একত্র হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঐদিন জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়ামে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল উক্ত সভায় যেনো বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।[৩৮] দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ' শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপঃ

> স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ও শহরে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণভাবে এক সভার আয়োজন করে। পরিষদে চলতি অধিবেশনে যোগদানকারী সদস্যদিগকে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব্বপাকিস্তানের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করানোই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সভার উদ্যোক্তাদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা চলিতে থাকার সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চতুর্দ্দিকে রাইফেলধারী পুলিশ মোতায়েন থাকিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ও বিভাগীয় ডীনগণ ঘটনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে ছাত্রগণ বেলা প্রায় ১১টায় গেটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। এই সময় পাহারারত পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে কিছু সংখ্যক ছাত্র দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে দৌড়াইয়া মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাইতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত অবশিষ্ট ছাত্রগণ ঘেরাও করা এলাকার মধ্যে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের (যিনি এই ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন) নিকট পুলিশের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৩৯]

সরকারি বিবরণ অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও পরে কমপক্ষে ৬ জন শহিদ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন রফিকউদ্দীন আহমদ, আবুল বরকত, শফিউর, আবদুল জব্বার, অহিউল্লাহ এবং আবদুস সালাম। ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ দৈনিক *আজাদের* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। গভর্নর ও স্পিকারের কাছে লেখা পদত্যাগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন:

> বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করায় ছাত্রদের উপর পুলিশ যে বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রতিবাদে আমার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি। যে নূরুল আমিন সরকারের আমিও একজন সমর্থক– এ ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকা এতদূর লজ্জাজনক যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে এবং পরিষদের সদস্য হিসাবে বহাল থাকিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।[৪০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত ঘটনায় পুলিশি ও মিলিটারি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা প্রবর্তনের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে যেসকল রাজনীতিবিদ এতোদিন ভাষা আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তাঁরাও আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং সরকারকে বাংলা ভাষার দাবি পূরণের জন্য ৫ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেন। উক্ত সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে নতুন আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। এসময় 'তমদ্দুন মজলিশ' কর্তৃক ছাত্র সমাবেশের ওপর যে পুলিশী নিপীড়ন চালানো হয়েছিল তার প্রতি নিন্দা জানিয়ে দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা হলো:

> পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের কেন্দ্রীয় দফতর এক বিবৃতিযোগে বলিয়াছেন: '২১ শে ও ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে, তাহার নিন্দা করার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুষ্কার্য্যের সহিত জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও কঠোর শাস্তির দাবী জানাইতেছি। শহীদানের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ জনসাধারণকে শুধু এই শপথই নিতে হইবে– বাংলা ভাষার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পুলিশী নৃশংসতার প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত আজিকার এই সংগ্রামের বিশ্রাম নাই।'[৪১]

এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রি নূরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার একটি সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন।[৪২] তাছাড়া ১৯৫২ সালের ৩ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আসল প্রশ্ন নয়, ইহার পশ্চাতে সরকারকে বানচাল করার জন্য বিদেশি দালাল ও অন্যান্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।' দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় নূরুল আমিনের বেতার বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন:

> জনাব নুরুল আমীনের সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতা তাঁহার দমননীতি ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরোধীদের গ্রেফতারের পক্ষে ওকালতী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার মনের ভাবটা এই রকম যে, তিনি যদি স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির চাপে পদত্যাগ করেন এবং মোছলেম লীগ যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় তাহা হইলে এছলাম ও পাকিস্তান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তিনি এবং তাঁহার দলও যেন শুধু এছলামের পতাকা সমুন্নত রাখিয়াছেন এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করিয়াছেন এবং করিতে পারেন। তিনি বলেন, জনাব নুরুল আমীন জনসাধারণকে বোকা বানাইবার সেই পুরাতন নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার অজুহাত এই যে, তিনি যদি সভাসমিতি

> করিতে দেন বা বিরোধী দলকে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে দেন, তাহা হইলে রাষ্ট্র বিপদাপন্ন হইবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারীতায় যাহা সম্ভব তিনি সেই চরমতম দমননীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রবিরোধী লোকেরা পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে, গত কিছুদিন হইতে তাহারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্য চালাইতেছে এক্ষণে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, খওয়াজা নাজিমুদ্দিন অসময়চিত এবং প্ররোচনামূলক বিবৃতি না দিলে এই ধরনের বিক্ষোভ কোন দিনই দেখা দিত না এবং দেয়ও নাই। জনাব নুরুল আমীন একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করেন এবং ১৪৪ ধারা জারী করেন। উপসংহারে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন, ব্যাপক ধরপাকড় করিয়া বাংলার অধিবাসী ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করা এবং একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলকে দমন করার যে চেষ্টা চলিতেছে, আমি ন্যায়নীতি, পাকিস্তান ও সরকারের সুনামের দোহাই দিয়া তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছি।[৪৩]

পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করলেও গণপরিষদের অধিবেশনে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধার সম্মুখীন হয়। পূর্ববাংলা থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য নূর মোহাম্মদ বাংলাভাষা সংক্রান্ত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সুপারিশের বিষয়টি গণপরিষদের অধিবেশনে উত্থাপন করলেও পূর্ববাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য তা সমর্থন না করায় নূর মোহাম্মদ কর্তৃক আনীত প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।[৪৪]

অতঃপর ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে পূর্ববাংলার জনগণ ভাষা, স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন দাবির প্রশ্নে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। উক্ত জোট নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো হিসেবে যে ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে তার অন্যতম ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার। নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্টের' জয়লাভ এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবির ফলে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভায় বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে ১৯৫৪ সালের ৯ মে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।[৪৫] গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং একইভাবে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক অধিকার লাভ করে।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়েছিল। এ আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে কারণে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রসমাজের অবদানকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মূলত তাদের আন্দোলনসমূহই ভাষা আন্দোলনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এছাড়া শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ

ভাষা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভাষা আন্দোলন ছিল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসকল সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল তা পূর্ববাংলার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের বদৌলতে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় দলমত নির্বিশেষে সবাই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার জনসাধারণের মধ্যে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার ঢেউ ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও লেগেছিল। এছাড়া ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাষা আন্দোলন যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যনির্দেশ

১ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭০), পৃ. ২
২ আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*, (ঢাকা: অবসর, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭), পৃ. ৩২
৩ প্রাগুক্ত
৪ দৈনিক *আজাদ*, ৩০ জুন, ১৯৪৭
৫ প্রাগুক্ত
৬ দৈনিক *ইত্তেহাদ*, ২৭ জুলাই, ১৯৪৭
৭ সাপ্তাহিক *মিল্লাত*, ২৭ জুন, ১৯৪৭
৮ মাসিক *সওগাত*, আশ্বিন ১৩৫৪
৯ মাসিক *কৃষ্টি*, কার্তিক ১৩৫৪
১০ মাসিক *সওগাত*, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪
১১ কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা: প্রথমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০২১), পৃ. ২৬২
১২ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৫, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০২১), পৃ. ৪২৬-২৭
১৩ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৬ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা: প্রথমা, পঞ্চম মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ২৬৩
১৭ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১০, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০২১), পৃ. ১৪৬
১৮ দৈনিক *আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
১৯ বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ১৭৩।
২০ দৈনিক *আজাদ*, ৩০ জুলাই ১৯৪৭

২১ S. A Akanda, "The Language Issue: Potent force for transformation East Pakistan Regionalism into Bengali Nationalism", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. 1, 1976, pp. 1-29

২২ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৫৪-৫৮

২৩ প্রাগুক্ত

২৪ প্রাগুক্ত

২৫ দৈনিক *আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

২৬ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২৭ S. A. Akanda, *op. cit*., p. 7

২৮ প্রাগুক্ত

২৯ বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৩০ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৮

৩১ বদরুদ্দীন উমর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৩২ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৩ আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ৭৬

৩৪ দৈনিক *আজাদ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫২

৩৫ আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২৬-২৮

৩৬ দৈনিক *আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৩৭ বশির আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-৩২০

৩৮ ঐ, পৃ. ৩২৩-২৪

৩৯ দৈনিক *আজাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪০ দৈনিক *আজাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪১ দৈনিক *আজাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪২ বেতার ভাষণ, দৈনিক *আজাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪৩ দৈনিক *আজাদ*, ১০ মার্চ ১৯৫২

৪৪ প্রাগুক্ত

৪৫ প্রাগুক্ত